লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
email - lkp@lkp.org.in /
lokakalyanparishad@gmail.com
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের
একটি সহায়তা কেন্দ্র

আজকের পঞ্চায়েত বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

গ্রাহক হোন

পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা
এক বৎসর ৬০ টাকা
দুই বৎসর ১০০ টাকা
(M.O. করে টাকা পাঠান।)

বর্ষ - ২২ ● সংখ্যা - ১১ ● ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৩ ● মূল্য - ২.০০ টাকা ● Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

লোকসভায় পাশ হল খাদ্য সুরক্ষা বিল

বার্তা প্রতিনিধি: ২৫ আগস্ট লোকসভায় পাশ হল খাদ্য সুরক্ষা বিল। এবার রাজ্যসভায় এই বিল পাশ হলে স্বীকৃতি পাবে মানুষের খাদ্যের আইনি অধিকার। এর ফলে দেশের ৬৭ শতাংশ মানুষ আইনগতভাবে খাদ্য সুরক্ষার অধিকার পাবেন। রেশনের মাধ্যমেই মিলবে মাথা পিছু ৩ টাকা কেজি দরে চাল, ২ টাকা কেজি দরে গম, ১ টাকা কেজি দরে জোয়ার ও বাজরা জাতীয় অন্যান্য শস্য। পাঁচ জন সদস্যের একটি পরিবার মাথা পিছু ৫ কেজি করে মোট ২৫ কেজি খাদ্যশস্য পাবেন। এর ফলে দেশের ৮২-৮৪ কোটি মানুষ উপকৃত হবেন।

খাদ্য সুরক্ষা বিলের মূল বৈশিষ্ট্য

১	২	৩
সরকারি ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্যে দেশের দুই তৃতীয়াংশ জনগণের আইনি অধিকার সুনিশ্চিত হল।	এই সুবিধা পাবেন গ্রামের ৭৫ শতাংশ এবং শহরের ৫০ শতাংশ মানুষ।	এই প্রকল্পে প্রতি বছর আনুমানিক ৬১২.৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য প্রয়োজন হবে। খরচ হবে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৭২৪ কোটি টাকা।

৪	৫	৬
অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় দেশের ২.৪৩ কোটি দ্ররিদ্রতম পরিবারে মাসিক ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্পও বজায় থাকবে।	গর্ভবতী মহিলাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা এবং গরীব পরিবারের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য পুষ্টিকর রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।	খাদ্যশস্য বন্টন করার পুরো প্রক্রিয়াকে আধার প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

অল্প কথায়

ফুটপাত অন্ত্যোদয়

তহমিনা মন্ডল: কোলকাতার রাসবিহারী গুরুদ্বার সংলগ্ন ৪০জন ফুটপাতবাসী গণবন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে অন্ত্যোদয় কার্ড আদায় করে নিতে সমর্থ হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সমস্ত ফুটপাতবাসীরা মূলত: কাগজ কুড়িয়ে সংসার চালান। কোলকাতা নব জাগরণ মঞ্চ ফুটপাতবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে গোষ্ঠী সভা, কর্মশালা প্রভৃতির মাধ্যমে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ছাড়াল বাজেট

বার্তা প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত নির্বাচনে খরচের বাজেট ২০৯ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেল। ভোটের দিনক্ষণ পরিবর্তন, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্টের মামলার খরচ, বর্ষায় নির্বাচন হওয়ায় বেশি গাড়ী ভাড়া নেওয়া প্রভৃতির ফলে বাজেট বেড়েছে। প্রত্যেকটি জেলাকে খরচের হিসাব সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে কমিশনের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অপর্যাপ্ত বরাদ্দ

বার্তা প্রতিনিধি : অবিলম্বে মিড ডে মিল বরাদ্দ না বাড়ালে পুনরায় শিশু মৃত্যুর মতো দু:খজনক ঘটনার সাক্ষী থাকতে হবে বারবার। এমনই আশঙ্কার কথা শোনালেন সংসদীয় কমিটি। সংসদীয় কমিটির মতে, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মিড ডে মিলের জন্য যে টাকা বরাদ্দ হয় তা অযৌক্তিক। যেখানে এক বোতল জল কিনতে গেলে ১০ টাকা খরচ হয়, সেখানে মিড ডে মিল বাবদ বরাদ্দ মাথাপিছু মাত্র ৩.৫১ থেকে ৫.০০ টাকা। বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী এই সামান্য টাকায় কি ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া সম্ভব?

হিমঘর খাদ্য

বার্তা প্রতিনিধি: খাদ্য ও পচনশীল পণ্য সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত হিমঘর না থাকায় প্রতি বছর ফল, শস্য ও সবজি মিলিয়ে প্রায় ৪৪ হাজার কোটি টাকার খাদ্যপণ্য নষ্ট হয় দেশে। শুধু মাত্র ফল সবজি নষ্টের পরিমাণ বছরে ১৩,৩০৯ কোটি টাকা। দেশে হিমঘরের সংখ্যা বাড়াতে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হয়েছে বলে জানান কেন্দ্রীয় খাদ্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী শারদ পাওয়ার। রাজ্যগুলিকে হিমঘর তৈরিতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে বলেও মন্ত্রী মহোদয় রাজ্য সভায় জানান।

হৃদরোগ চিকিৎসায় ‘শিশুবন্ধু’

বার্তা প্রতিনিধি: গুরুতর হৃদযন্ত্রের সমস্যায় আক্রান্ত স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েদের নিখরচায় সারিয়ে তুলতে রাজ্য সরকার ‘শিশুবন্ধু’ নামে এক প্রকল্প চালু করেছে ২১ আগস্ট। কেন্দ্র ও রাজ্যের অর্থ সাহায্যে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জানান। রাজ্যে প্রায় ৮ হাজার শিশু হৃদযন্ত্রের গুরুতর সমস্যায় ভুগছে। এই চিকিৎসা এতটাই ব্যয়বহুল যে

সাধারণের পক্ষে খরচ চালানো সম্ভব নয়। তাই রাজ্য সরকার এ ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বলে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জানান। সরকারি হাসপাতাল ছাড়াও ৩টি বেসরকারি হাসপাতাল-দুর্গাপুর মিশন হাসপাতাল, আর এন টেগোর এবং বি এম বিড়লা হাসপাতালে এই চিকিৎসা করানো যাবে। ১৮ বছর পর্যন্ত সব আর্থিক স্তরের শিশুকিশোররাও এই সুবিধা পাবে।

স্কুল স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে চিকিৎসকদের নিয়ে যে ভ্রাম্যমান চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানেই ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় যে সমস্ত পড়ুয়ার হৃদযন্ত্রে গুরুতর সমস্যা ধরা পড়বে তাদের নামের তালিকা পাঠানো হবে জেলা প্রশাসনের কাছে। প্রশাসনিক কর্তারা তখন এই প্রকল্পে চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতাল বা সরকার নির্দিষ্ট তিনটি বেসরকারি হাসপাতালের যে কোনও একটিতে তাদের পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। পেসমেকার বসানো, স্টেন্ট লাগানো, আঞ্জিওগ্রাম বা আঞ্জিওপ্লাস্টি-প্রভৃতি সব কিছুই এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এবং তা

এরপর দু’য়ের পাতায়

কন্যাশ্রী প্রকল্প : মাপকাঠি নয় বি পি এল

বার্তা প্রতিনিধি: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ২০১৩ সালের ১লা অক্টোবর থেকে যে কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন তার জন্য বি পি এল হওয়ার দরকার নেই। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, পরিবারের আয়ের সীমা বছরে ৬০ হাজার টাকা হতে হবে এবং কন্যার বয়স ১লা অক্টোবর ২০১৩ তে ১৩ বছর থেকে ১৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। কন্যাটি অবিবাহিত এবং সরকার অনুমোদিত কোন স্কুলে পড়াশোনা করছে এই শর্তটিও ভাতা পাওয়ার জন্য পূরণ করতে হবে।

এই ভাতার পরিমাণ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বছরে ৫০০ টাকা করে এবং ১৮ বছর বয়সে এককালীন ২৫ হাজার টাকা। বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, নাবালিকা পাচার প্রভৃতি নানা ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম থেকে বাঁচাতে বাবা-মায়েরা যেন মেয়েদের ১৮ বছর পর্যন্ত স্কুলে রাখতে উৎসাহ পায় তার জন্য এই কন্যাশ্রী প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে বলে সমাজ কল্যাণ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

রাজ্য নারী কল্যাণ মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্র জানান, কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় প্রথম ধাপে কমপক্ষে সাড়ে আঠারো লক্ষ ছাত্রী উপকৃত হবে। পিছিয়ে থাকা পরিবারের মেয়েরা যাতে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প ‘ন্যাশনাল মিশন ফর ওম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট’ এর অধীনে সাহায্যের এই ব্যবস্থা রাজ্যে চালু করা হচ্ছে।

কিভাবে টাকা পাওয়া যাবে: স্কুল, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র (এম এস কে) মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। তাছাড়াও আবেদনপত্র পাওয়া যাবে শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দপ্তর এবং পৌরসভা থেকে। সাদা কাগজে দরখাস্ত করলে স্কুলের ছাপ ও সই থাকা চাই। বয়সের প্রমাণপত্র স্বরূপ শিক্ষকের দেওয়া সার্টিফিকেট/জন্ম সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল জমা দিতে হবে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

‘জন ঔষধি’ চালাতে ট্রাস্ট, সোসাইটি

বার্তা প্রতিনিধি: সাধারণ মানুষ যাতে সস্তায় ওষুধ কিনতে পারেন তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ম শিথিল করে ট্রাস্ট, সোসাইটি, বেকার ফার্মাসিস্ট এবং ছোট উদ্যোগপতিদেরও ‘জন ঔষধি’ দোকান খোলার অনুমতি দিচ্ছে। দেশবাসীর কাছে জেনেরিক ওষুধ সস্তায় পৌঁছে দিতে ২০০৮ সালে ‘জন ঔষধি’ নামে ফার্মেসী চেন গঠন করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। গত পাঁচ বছরে ১৫৭ টি ‘জন ঔষধি’ দোকান খোলা হলেও বর্তমানে মাত্র ৯৩টি দোকান চালু আছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ‘জন ঔষধি’ দোকানের সংখ্যা বাড়িয়ে সাধারণ গরীব মানুষের কাছে সস্তায় জেনেরিক ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি সফল করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে হলে কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ণ প্রতিমন্ত্রী রাজ্য সভায় জানান। এ ব্যাপারে তিনি অনুদান সহ বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর

উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ

সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা)অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

সম্পাদকীয়

শুরু হোক উন্নয়নের কাজ

পঞ্চায়েত ভোটের বাজনা থেমে গেল। জয়-পরাজয়ের রেশও মিলিয়ে গেল। গঠিত হল নতুন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত বোর্ড। এবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করার পালা। উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঁচ বছর সময় বড় একটা কম কথা নয়। দলীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে সততার সঙ্গে কাজ করলে অনেক কিছুই করা যায়। আন্তরিক সদিচ্ছাটুকুই বড় কথা। প্রত্যন্ত গ্রামের প্রান্তিক মানুষরা তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত তথা স্থানীয় সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের দায়বদ্ধতার কথা গ্রামের সাধারণ মানুষ বিলক্ষণ জানেন। ফাঁকিবাজি বা ফাঁকফোকর ব্যাপারটাও বুঝতে পারেন। কিন্তু দলতান্ত্রিক পেশী শক্তির উন্মত্ত আস্ফালনে নিজস্ব বোধশক্তিকে অবদমিত রাখাটাই তারা শ্রেয় মনে করেন। তাই বলে তাদেরকে তাই নির্বোধ বা সুবোধ ভেবে অবজ্ঞার ঝুড়িতে ফেলাটা হিতে বিপরীত হতে পারে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার একটি বড় দিক হল, বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থায় সহভাগী পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। এই লক্ষ্য পূরণে পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলির শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। 'গ্রাম সংসদ সভা' ও 'গ্রাম সভা' কে সফল করে তোলার দায়িত্ব পালন করুন। পঞ্চায়েত আইনের ১৬ এ/বি ধারাকে মান্যতা দিন। দল মতের উর্দ্ধে উঠে জনমুখী পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সফল করে তুলুন।

প্রথম পাতার পর...

'শিশুবন্ধু' প্রকল্প

ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনে নিখরচায় পাবেন। তবে স্কুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাইরে কোনও অভিভাবক কোন শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এই প্রকল্পের সুবিধা চাইলে তিনি তা পাবেন না। নিয়ম অনুযায়ী একমাত্র স্কুলে স্কুলে বিশেষ ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দলের মাধ্যমে বাছাই করা ছাত্রছাত্রীরাই এই সুবিধা পাবে।

এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, যত সহজভাবে কাজটি করা যায় বলে মনে করা হচ্ছে বাস্তবে তা আদৌ সহজ নয়। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যে ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে তা কি রাজ্যের প্রত্যেক স্কুলে নিয়মিতভাবে হয়ে থাকে? কত দিন বা কত মাস অন্তর ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দল স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য স্কুল পরিদর্শন করবেন। ধরা যাক, ভ্রাম্যমান চিকিৎসকরা ছাত্রছাত্রীদের চেক-আপের ১০-১৫,২০-২৫ দিন বা এক থেকে দেড় মাস পর কোন ছাত্রছাত্রীর হৃদযন্ত্রের অসুখ দেখা গেল তখন কে তা নির্ণয় করবে? সাধারণ রোগের চিকিৎসকরা অনেক ক্ষেত্রেই বুকে স্টেথো লাগিয়ে হৃদযন্ত্রের রোগ নির্ণয়ে সমর্থ হন না। সেক্ষেত্রে কোন ছাত্রছাত্রীর সুপ্ত অবস্থায় হার্টের রোগ থাকলেও তা ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। একমাত্র হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ছাড়া তা নির্ণয় করা এম বি বি এস পাশ অনেক সাধারণ চিকিৎসকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। স্কুলে ভ্রাম্যমান চিকিৎসায় কত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে, যেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাবে ব্লক হাসপাতালগুলোতেও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের রাখা যায় না। আমাদের রাজ্যে সরকারি পরিকাঠামোর যা ব্যবস্থা এবং সরকারি কর্মীদের যে ধরনের মানসিকতা ও দায়বদ্ধতা রয়েছে তাতে রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকের শহর, আধা শহরও প্রত্যন্ত গ্রামের সমস্ত স্কুলে নিয়মিতভাবে ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দল পৌঁছে যাবে এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে হৃদরোগ নির্ণয় করবে এমন ধারণা বা চিন্তাভাবনা আদৌ প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তবসম্মত কি? তার চেয়ে এমন চিন্তাভাবনা করাই কাজের কাজ হবে, যেখানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য পরীক্ষা যেমন চালু থাকবে তেমনি ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকেরাও তাদের ছেলেমেয়েদের বুকের কিছু কষ্ট দেখা মাত্র সরকারি হাসপাতাল বা সামর্থ থাকলে স্থানীয় ডাক্তার দেখিয়ে রোগ নির্ণয় করে উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসা করাতে পারবেন। সরকারি স্তরে এমন সিদ্ধান্তই বাস্তবে ছাত্রছাত্রীদের হৃদরোগ চিকিৎসায় কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। অন্যথায় বছর শেষে কেন্দ্রীয় টাকা ফেরত যাওয়ার মত ঘটনাই ঘটতে থাকবে।

গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থানে কুটির শিল্পের ভূমিকা

শিল্প বলতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বড় বড় কলকারখানা, বিভিন্ন ধরনের বড় বড় যন্ত্রপাতি, চিমনির ধোঁয়া, অনেক মানুষের একসঙ্গে কাজ করা প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, এগুলি ছাড়াও আরও অনেক ছোটো ছোটো বিষয় রয়েছে যেগুলি মূলত: ক্ষুদ্র কুটির শিল্প বলেই পরিচিত। যেমন ডাল থেকে বড়ি তৈরি করা, বেত দিয়ে ঝুড়ি বোনা, মাটি দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি এমন ছোটখাটো আরও অনেক কাজ। উপকরণ বা কাঁচামাল, পুঁজি, যন্ত্রপাতি, উৎপাদনের ধরন ও পরিমাপের উপর ভিত্তি করে শিল্পকে সাধারণত: তিন ভাগে ভাগ করা যায়। কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প এবং ভারী শিল্প। আমাদের আলোচনা যেহেতু গ্রামের তৃণমূলস্তরের মানুষের কর্মসংস্থান নিয়ে তাই এখানে কুটির শিল্পের উপরেই বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

প্রশ্ন	উত্তর
কুটির শিল্প কাকে বলে?	কুটিরে বা নিজের ঘরে বসে, সেটা শহর হোক বা গ্রাম হোক, সামান্য পুঁজি লাগিয়ে এবং অল্প যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যখন কোনও কাঁচামাল থেকে নতুন কোনও বিক্রয়যোগ্য জিনিস তৈরি করা হয় তখন সেটিকে কুটির শিল্প বলা হয়। ঝুড়ি বোনা, চাটাই বোনা, মাদুর বোনা, দড়ি বোনা, শোলার কাজ, কাঁথা স্টিচ, দর্জির কাজ, জরির কাজ, কাগজের ঠোঙা তৈরি, আচার তৈরি, মাটির জিনিস তৈরি এগুলি সবই কুটির শিল্পের মধ্যে পড়ে।
কুটির শিল্পের আওতায় কী কী কাজ করা যায়?	ঝুড়ি বোনা, চাটাই বোনা, মাদুর বোনা, দড়ি বোনা, শোলার কাজ, কাঁথা স্টিচ, দর্জির কাজ, জরির কাজ, কাগজের ঠোঙা তৈরি, আচার তৈরি, বড়ি তৈরি, পাঁপড় তৈরি, গুড় তৈরি, রেশম গুটি থেকে সুতো তৈরি, শালপাতার থালা-বাটি তৈরি, বাবুই ঘাসের দড়ি তৈরি, মাটির জিনিস তৈরি ইত্যাদি কাজগুলি কুটির শিল্পের আওতায় করা যায়।
ভালোভাবে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ কোথা থেকে পাওয়া যাবে?	ভালোভাবে কাজ করার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে কোনও সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এবং ব্লক অফিসে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। স্বনির্ভর দলের সদস্যরা ডি আর ডি সি এবং নার্বাডের অফিসে যোগাযোগ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। তবে কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ সহায়তা পেতে হলে সমস্ত রকম শর্ত এবং নিয়মকানুন মেনে প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করতে হয়। বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
অল্প পুঁজিতে কী কী কাজ করা যাবে?	ঝুড়ি বোনা, চাটাই বোনা, মাদুর বোনা, দড়ি বোনা,শোলার কাজ, কাঁথা স্টিচ, দর্জির কাজ, জরির কাজ, কাগজের ঠোঙা তৈরি, আচার তৈরি, বড়ি তৈরি, পাঁপড় তৈরি, গুড় তৈরি, রেশম গুটি থেকে সুতো তৈরি, শালপাতার থালা-বাটি তৈরি, বাবুই ঘাসের দড়ি তৈরি, মাটির জিনিস তৈরি ইত্যাদি কাজগুলি অল্প পুঁজিতে করা যেতে পারে।
স্বনির্ভর দল গড়ে এই ধরনের কাজ করলে কি কোনও বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে?	দলগত উদ্যোগ নিশ্চয়ই ভালো, দলগত উদ্যোগে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। স্বনির্ভর দল গড়ে এই ধরনের কাজ করলে দলের সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি প্রকল্পের আওতায় বিশেষ সুযোগ- সুবিধা পাওয়া যায়, ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হয়, বিপণনের সুযোগও বাড়ে। প্রধানমন্ত্রীর কর্মসৃজন প্রকল্প বা পি.এম.ই.জি.পি.(PMEGP) হল বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রকল্প। বিপিএল, স্বনির্ভর দল সহ অন্য যে কোনও স্বনির্ভর দল, যারা আগে কোনও প্রকল্পের সুযোগ পায়নি, তারা এই প্রকল্প থেকে সহায়তা পেতে পারে।
কী কী সুবিধা পাওয়া যেতে পারে? কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে?	স্বনির্ভর দল গড়ে এই ধরনের কাজ করলে সরকারি প্রকল্পের আওতায় (১)প্রশিক্ষণ সহায়তা,(২)ঋণ ও আর্থিক সহায়তা,(৩)বিপণনের সহায়তা পাওয়া যায়। এর জন্য ডিআরডিসি, ডিআইসি (জেলা শিল্প কেন্দ্র), নার্বাড, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস এবং ব্লক অফিসে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অফিসারের(IDO) সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
ক্ষুদ্র শিল্প বলতে কী বোঝায়?	কুটির শিল্প থেকে একটু বড় শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। আবার কুটির শিল্প থেকে অনেক বেশি বড় শিল্পকে ভারী শিল্প বলা হয়। কাজেই কুটির শিল্প থেকে একটু বড় কিন্তু ভারী শিল্প থেকে ছোট এরকম শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। সাইকেল, রিক্সা ও ভ্যান মেরামত, রেডিমেড জামা কাপড় তৈরি, বেতের চেয়ার টেবিল তৈরি, রেডিও/ঘড়ি মেরামত, মিষ্টির দোকান, সিমুই ও চাউ তৈরি, কাঠের আসবাব তৈরি, তেলকল, ধান/গম ভাঙানোর কল, কাপড়ের মিল, গাড়ি তৈরির কারখানা, লৌহ-ইস্পাত কারখানা, প্রভৃতি ভারী শিল্পের মধ্যে পড়ে।
ক্ষুদ্র শিল্পের আওতায় কোন ধরনের কাজগুলি পড়ে?	সাইকেল, রিক্সা ও ভ্যান মেরামত, রেডিমেড জামা কাপড় তৈরি, বেতের চেয়ার টেবিল তৈরি, রেডিও/ঘড়ি মেরামত, মিষ্টির দোকান, সিমুই ও চাউ তৈরি, কাঠের আসবাব তৈরি, তেলকল, ধান/গম ভাঙানোর কল, এই শিল্পগুলি ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে পড়ে।

এরপর চারের পাতায়

গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়িকা

রাজ্যে নতুন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত বোর্ড গঠিত হয়েছে। অনেক নতুন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। অনেকে আবার প্রধান , উপ-প্রধান হয়ে পঞ্চায়েত পরিচালনারও দায়িত্ব পেয়েছেন। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল, বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থায় জনসাধরনের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। রাজ্যে জনমুখী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংসদ সভা ও গ্রাম সভার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের এবারের আলোচনা এই দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে।

গ্রাম সংসদ সভা

১) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক নির্বাচন ক্ষেত্রে একটি গ্রাম সংসদ রয়েছে। নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রত্যেক ভোটার এই গ্রাম সংসদের সদস্য। **(ধারা ১৬ক)**

২) গ্রাম সংসদের সভা করার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের। গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান গ্রাম সংসদের সভার নোটিশ দেবেন। কমপক্ষে সাত দিনের নোটিশে সভা ডাকতে হবে। সভার আলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় এবং স্থান মাইকের মাধ্যমে বা ঢোল পিটিয়ে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। গ্রাম সংসদের সভার নোটিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ডেও টাঙিয়ে দিতে হবে। **(ধারা ১৬ক)**

৩) বছরে দু'বার সভা করতে হবে। বাৎসরিক সভা করতে হবে মে মাসে এবং ষান্মাসিক সভা করতে হবে নভেম্বরে। এছাড়া, প্রয়োজনে অথবা রাজ্য সরকারের নির্দেশে গ্রাম সংসদের বিশেষ সভা আহ্বান করা যাবে। বিশেষ সভার ক্ষেত্রে কমপক্ষে পনেরো দিনের নোটিশ দিতে হবে। **(ধারা ১৬ক, বিধি ৭১)**

৪) এলাকার নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্যকে গ্রাম সংসদের সভায় হাজির থাকতে হবে। **(ধারা ১৬ক)**

৫) প্রধান বা উপ-প্রধান গ্রাম সংসদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। দু'জনেই অনুপস্থিত থাকলে, নির্বাচন ক্ষেত্রের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য (দু'জন সদস্য হলে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য) সভাপতিত্ব করবেন। **(ধারা ১৬ক)**

৬) গ্রাম সংসদের সভায় সংসদ সদস্যের হাজিরা একটি খাতায় নিতে হবে এবং সভায় রেজ্যুলিউশন খাতায় লিখতে হবে। সভা শেষ করার আগে লিখিত রেজ্যুলিউশন সভায় পড়ে শোনাতে হবে, তারপর সভায় যিনি সভাপতিত্ব করবেন তিনি রেজ্যুলিউশনে স্বাক্ষর করবেন। **(ধারা ১৬ক)**

৭) সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার এক দশমাংশ সদস্য অর্থাৎ শতকরা দশভাগ সদস্য সভায় উপস্থিত হলে কোরাম হবে। কোরাম না হলে সভা মুলতুবি হবে। মুলতুবি সভা একই স্থানে সভার তারিখ বাদ দিয়ে পরের সাত দিনের মাথায় হবে। মুলতুবি সভায় পাঁচ শতাংশ সদস্য উপস্থিত হলে কোরাম হবে। **(ধারা ১৬ক, বিধি ৬৯)**

৮) গ্রাম সংসদের বিশেষ সভার ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা কুড়ি ভাগ সদস্য উপস্থিত হলে কোরাম হবে। বিশেষ সভা যদি কোরামের অভাবে মুলতুবি হয়ে যায় তাহলে মুলতুবি সভায় এক দশমাংশ সদস্য অর্থাৎ দশ শতাংশ সদস্য সভায় উপস্থিত হলে কোরাম হবে। এক্ষেত্রে সদস্য বলতে গ্রাম সংসদ এলাকার ভোটারকে বোঝাবে। **(ধারা ১৬ক, বিধি ৭১)**

৯) গ্রাম সংসদকে, এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং উপদেশ দিতে পারবে। গ্রাম সংসদের সভায় যে সব সিদ্ধান্ত হবে, সেগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় বিবেচনা করতে হবে। **(ধারা ১৬ক, বিধি ১৬)**

গ্রাম সংসদে মুখ্য আলোচ্য বিষয়:

১) প্রকল্প নির্দিষ্ট করা এবং প্রকল্পের নীতি ও অগ্রাধিকার তালিকা নির্ধারণ করা। **(ধারা ১৬ক)**

২) বিভিন্ন প্রকল্পের বা দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির সুফলভোগীদের চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিতকরণের নীতি নির্ধারণ করা। **(ধারা ১৬ক)**

৩) বাৎসরিক সভায় অর্থাৎ মে মাসের সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিগত বছরের সংশোধিত বাজেট, বিগত এক বছরের হিসাব বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা এবং বিগত বছরে কী কাজ হয়েছে এবং চলতি বছরে কী কাজ হবে এবং পরবর্তী বছরে কী কী কাজ করা যেতে পারে সেই সংক্রান্ত বিবেচনা করতে হবে। **(ধারা ১৬ক,১৭ক, ১৮)**

৪) ষান্মাসিক সভায় অর্থাৎ নভেম্বর মাসের সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী আর্থিক বছরের বাজেট সম্বন্ধে সংসদের সদস্যদের মতামত নেওয়া, বিগত ছয় মাসের হিসাব এবং বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা, পরবর্তী আর্থিক বছরের পরিকল্পনা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা করতে হবে। **(ধারা ১৬ক, ১৭ক, ১৮)**

গ্রাম সংসদের সভায় প্রকাশযোগ্য বিষয়সমূহ:

গ্রাম সংসদের সভায় যে যে বিষয়গুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে:

[সূত্র: পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন স্তরের আদেশনামা নং ২৯৮/পিএন/ও/ঐ/৩সি-৭/০৩ তারিখ ২১.০১.২০০৯]

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৪১ আইন) অনুযায়ী গ্রাম সংসদ গঠিত হয়েছে সংসদের সদস্য এবং গ্রাম সংসদের মাধ্যমে জনগণের কাছে একটি দায়বদ্ধতার মঞ্চ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্যে বছরে দু'বার ঐ সংসদগুলির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ঐ সংসদগুলির সদস্যদের কাছে পৌঁছানো উচিত যাতে তাঁরা ঐ সকল তথ্য জানতে পারেন, যথার্থ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন ও ঐ সংস্থাগুলির কাজকর্মের উন্নতির জন্য পরামর্শ দিতে পারেন। নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রকাশ করা ও সকল সদস্যদের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা একান্ত আবশ্যক। বার্ষিক সংসদ সভার ক্ষেত্রে সকল তথ্য পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের এবং অর্ধবার্ষিক বা ষান্মাসিক সংসদ সভার ক্ষেত্রে সেই বছরের প্রথম ছ'মাস সংক্রান্ত হতে হবে:

১) বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি সমেত পূর্ববর্তী সংসদ বৈঠকে গৃহীত সুপারিশ বা প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এরূপ বিষয়। কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে অসুবিধা হয়ে থাকলে তা পরিস্কারভাবে জানানো উচিত।

২) গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাব সংক্রান্ত নিয়মাবলীর ২৭নং ফর্ম অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের হিসাব, প্রয়োজনে ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য সহ, জানাতে হবে।

৩) প্রধান খাতওয়ারী উদ্বৃত্ত তহবিল যেটি অব্যয়িত অবস্থার সময়সীমার শেষে পড়ে আছে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ও মঞ্জুরীকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার এবং সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনও বিঘ্ন ঘটলে তার বিবরণ।

৪) নিজস্ব তহবিলের ক্ষেত্রে নির্ধারক তালিকার নিরিখে মোট সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ এবং ঐ তহবিলের উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিজস্ব তহবিল প্রাপ্তি ও সদ্ব্যবহার এবং নিজস্ব তহবিল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়, সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি এবং ঐ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তহবিলের পরিমাণ বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৬) সংশ্লিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত সাধারণ সংখ্যা ও উপ-সমিতির সভার সংখ্যা এবং ঐ সভাগুলিতে উপস্থিতির হার। যে সকল সমিতিগুলিতে বিধিসম্মত সংখ্যার চেয়ে কম সংখ্যক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সংখ্যা এবং কারণ দেখাতে হবে।

৭) অভ্যন্তরীণ ও ই.এল. এ. কর্তৃক প্রদত্ত সাম্প্রতিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ এবং ঐ প্রতিবেদনগুলির উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ যদি ইতিমধ্যে সংসদ সভায় উপস্থাপিত না হয়, যদি পর্যবেক্ষণের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।

৮) পঞ্চায়েত সম্পর্কিত জেলা পঞ্চায়েত কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত কোনও প্রতিবেদন থাকলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, ঐ প্রতিবেদনের উপর যে কোনও বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হলে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

৯) সংসদ সভায় পেশ করা না হয়ে থাকলে সর্বশেষ স্বমূল্যায়নের প্রতিবেদনের উপর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, ঐ সংস্থার কাজকর্মের ক্ষেত্রে শক্তি ও দুর্বলতার তথ্য বিবৃত করা উচিত। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/দুর্বলতার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

১০) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়া বা বর্তমানে চালু আছে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা জানাতে হবে।

১১) ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছেন এমন ব্যক্তিদের নাম জানাতে হবে।

১২) জনগণের অংশগ্রহণ/স্বেচ্ছাদানের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা, অন্যস্থানে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১৩) শূন্য পদের সংখ্যা এবং তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ্রাম সভা

১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত ভোটারকে নিয়ে একটি গ্রাম সভা গঠিত হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক ভোটার গ্রাম সভার সদস্য। **(ধারা ১৬খ)**

২) প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে, গ্রাম পঞ্চায়েতকে গ্রাম সভার সভা অবশ্যই ডাকতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধান গ্রাম সভার সভা ডাকবেন। **(ধারা ১৬খ)**

৩) কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশ দিয়ে সভা ডাকতে হবে। সভার তারিখ, সময়, স্থান এবং আলোচ্যসূচি জানিয়ে সভার নোটিশ প্রচার করতে হবে। সভার নোটিশ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে রাখতে হবে। সভার নোটিশ পঞ্চায়েত এলাকায় মাইকে প্রচার করতে হবে। **(ধারা ১৬খ)**

৪) (ক) গ্রাম সংসদের আলোচ্যসূচিগুলি সবই গ্রাম সভার আলোচ্যসূচিতে থাকবে। গ্রাম সংসদের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয়গুলি গ্রাম সভায় আলোচনা করা হবে এবং গ্রাম সভা মতামত দিতে পারবে। **(ধারা ১৬খ)**

(খ) গ্রাম সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের আগামী বাজেট, বার্ষিক পরিকল্পনা এবং সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট এবং বিগত বছরের আয়-ব্যয় ও কাজের হিসাব, বিভিন্ন হিসাব, বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা অবশ্যই পেশ করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট সম্বন্ধে পঞ্চায়েত এবং গ্রাম সংসদগুলি এবং অন্যান্য মতামত আলোচনার জন্য পেশ করতে হবে। এই সব বিষয়ে গ্রাম সভা যে সব মতামত গ্রহণ করবে তা রেজ্যুলিউশনে লিখে রাখতে হবে। **(ধারা ১৬খ)**

৫) গ্রাম সভার মোট সদস্যের (গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ভোটারের) ১/২০ সংখ্যক অর্থাৎ ৫ (পাঁচ) শতাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে। যদি কোরাম না হয়, তা হলে সভা মুলতুবি হবে এবং মুলতুবি সভা সাত দিন পরে একই সময়ে একই স্থানে করতে হবে। মুলতুবি সভার জন্য কোরাম লাগবে না। **(ধারা ১৬খ)**

৬) প্রধান অনুপস্থিত থাকলে, উপ-প্রধান গ্রাম সভায় সভাপতিত্ব করবেন। **(ধারা ১৬খ)**

৭) সমস্ত গ্রাম সংসদগুলির সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের মতামত সহ গ্রাম সভার সভায় পেশ করতে হবে। গ্রাম সভা সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।**(ধারা ১৬খ)**

৮) গ্রাম সভার সভায় উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর একটি রেজিস্টারে নিতে হবে। সভার রেজ্যুলিউশন একটি রেজিস্টারে লিখতে হবে। রেজ্যুলিউশন গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন কর্মচারীকে লিখতে হবে। কোনও কর্মচারী না থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সদস্য রেজ্যুলিউশন লিখবেন। রেজ্যুলিউশনে লিখিত বিষয়সমূহ সভা শেষ হওয়ার আগে সদস্যদের পড়ে শোনাতে হবে, তারপর সভার সভাপতি স্বাক্ষর করবেন। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী অবশ্য

এরপর চারের পাতায়

আমাদের আবেদন

মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,

আপনি দীর্ঘদিন আমাদের পাক্ষিক পত্রিকা **'আজকের পঞ্চায়েত বার্তা'**র গ্রাহক। আপনার গ্রাহক সদস্যপদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আমরা ৪/৫ মাস ধরে আপনার কাছে **'আজকের পঞ্চায়েত বার্তা'** পাঠিয়ে যাচ্ছি। এই 'পঞ্চায়েত বার্তা'র মধ্য দিয়ে আপনার সাথে যে যোগসূত্র গড়ে উঠেছে তা বন্ধ হয়ে যাওয়াটা আমাদের কাছে সত্যিই কষ্টের। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমরা আর্থিক কষ্টের মুখে পড়েই আপনার কাছে পাক্ষিক পত্রিকাটি ডাকযোগে পাঠানো বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। তার জন্য আমরা যথেষ্ট দু:খিত ও অনুতপ্ত। সামান্য একটি কাগজ ছাড়া তো আর কিছু নয়। তাও আমাদের পাঠানোর সৌজন্যে আপনি হয়ত: ইচ্ছে না থাকলেও সাগ্রহে পড়ছিলেন। পঞ্চায়েতের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়েও অবহিত হচ্ছিলেন। আর আমরা কাগজ পাঠানো বন্ধ করে আপনাকে যেমন জানার আগ্রহ থেকে বঞ্চিত করেছি তেমনি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে উভয়ের যোগসূত্র গড়ে তোলার যে প্রক্রিয়া চালু করেছিলাম তার ছন্দটুকুও নষ্ট করেছি। আসলে আর্থিক সংকট আমাদের দোষের পরিধি বাড়িয়েছে। সাধ থাকলেও সাধ্যে টান ধরিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ব্যাহত হয়েছে পত্রিকা প্রচারের ব্যাপকতা। ছেদ পড়েছে যোগসূত্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায়।

কিন্তু এটাই কি শেষ কথা? স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসাবে 'লোক কল্যাণ পরিষদ' গ্রামের মানুষকে তথ্য সমৃদ্ধ করে তোলার ব্যাপারে দায়বদ্ধ। আর এই দায়বদ্ধতা পালনের লক্ষ্যে সঙ্গী হিসেবে লোক কল্যাণ পরিষদ দলমত নির্বিশেষে সকলকে পাশে পেতে চায়। আমরা কি আবার **'আজকের পঞ্চায়েত বার্তা'**র মাধ্যমে যোগসূত্র রক্ষার কাজটা শুরু করতে পারি না? এ ব্যাপারে গ্রাহকদের সদিচ্ছাটুকুই তো আমাদের সবচেয়ে বড় মূলধন।

তাই আমাদের আবেদন, আপনিও আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। **বাৎসরিক মাত্র ৬০ টাকা গ্রাহক চাঁদার বিনিময়ে** এক বছর ধরে কাগজ পাওয়ার পুরানো অভ্যাসটা সুনিশ্চিত করে ফেলুন। মাসের হিসেবে খরচ ধরলে তো মাত্র ৫ টাকা। তারপর আপনি যাতে নিয়মিত ভাবে কাগজ পান সেই দায়িত্ব আমাদের। আসুন না, আমরা আমাদের যৌথ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলা জুড়ে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচিকে সফল করে তুলি। আপনার হাত ধরেই **'আজকের পঞ্চায়েত বার্তা'** পৌঁছে যাক গ্রাম গ্রামান্তরে। গ্রাহক চাঁদা নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠালে আন্তরিক অনুগৃহীত হব। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।

মানিঅর্ডারে টাকা পাঠাবার সময় অনুগ্রহপূর্বক আপনার নাম, পুরো ঠিকানা, মোবাইল নম্বর প্রভৃতি অবশ্যই পাঠাবেন

সম্পাদক, লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮ লাইব্রেরী রোড
কোলকাতা - ৭০০০২৬
ফোন - (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭

দু'য়ের পাতার পর...

কর্মসংস্থানে কুটির শিল্পের ভূমিকা

প্রশ্ন	উত্তর
ক্ষুদ্র শিল্প শুরু করার জন্য কোথা থেকে সহায়তা পাওয়া যাবে?	ক্ষুদ্র শিল্প শুরু করার জন্য পুঁজির দরকার। নিজস্ব পুঁজি না থাকলে ঋণের মাধ্যমে পুঁজির যোগাড় করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এবং ব্লক অফিসে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। স্থানীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গেও ঋণের ব্যাপারে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য কোনও সরকারি সহায়তার সুযোগ আছে কী? 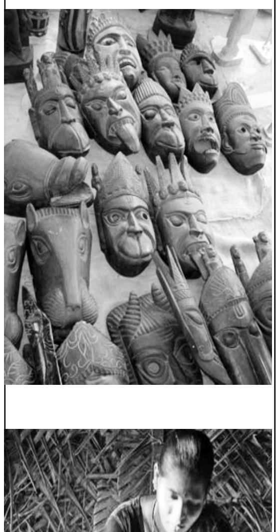	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য নানান ধরনের সরকারি সহায়তার সুযোগ আছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিভিন্ন রকমের প্রকল্প আছে। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী আবেদন করে সহায়তাগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। এই ধরনের কয়েকটি প্রকল্পের নাম হল- ♦প্রধানমন্ত্রীর কর্মসৃজন প্রকল্প বা পি.এম.ই.জি.পি.(ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর) ♦পশ্চিমবঙ্গ উৎসাহ প্রকল্প ২০০৭(ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগের জন্য গুচ্ছ প্রকল্প বা এম এস ই সি ডি পি(Micro and Small Enterprises Cluster Development Programme) ♦এন্টারপ্রেনার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা ই ডি পি ♦বি এস এ আই আইনে ঋণ কর্মসূচি(ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦জাতীয় জৈব গ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি(ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦হস্তশিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি কেনার ঋণ(ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦বয়স্ক কারিগরদের অবসরকালীন ভাতা (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦তন্তুজীবী এবং হস্তশিল্পীদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প (তাঁত ও বস্ত্র শিল্প অধিকরণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦রাজ্য ও জেলা স্তরে হস্তশিল্পের প্রতিযোগিতা (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রফতানি উন্নয়ন সমিতি(ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦দীনদয়াল হাতকারক প্রোৎসাহন যোজনা(তাঁত ও বস্ত্র শিল্প অধিকরণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦অংশগ্রহণকারী ভবিষ্যনিধি প্রকল্প (তাঁত ও বস্ত্র শিল্প অধিকরণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦প্রজেক্ট প্যাকেজ স্কীম (তাঁত ও বস্ত্র শিল্প অধিকরণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦লাক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প(ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রফতানি উন্নয়ন সমিতি(ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦কয়্যার (নারকেল ছোবড়ার) শিল্পের কর্মসূচি (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦কর্মশালা তথা গুদামঘর প্রকল্প (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦ছাউনি তথা গুদামঘর প্রকল্প (তাঁত ও বস্ত্র শিল্প অধিকরণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর), ♦রেশম শিল্প সংক্রান্ত কর্মসূচি(রেশমকীট পালন অধিকরণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর): ➢ উন্নত জাতের তুঁত চারা সরবরাহ, ➢ তুঁত জমিতে সেচের ব্যবস্থা, ➢ পলুঘর তৈরি ও আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র সংগ্রহ।

অঙ্গনওয়াড়ির উন্নতিতে তৎপর স্বনির্ভর দল

সঞ্জীব কুমার: পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ২নং ব্লকের অধীন টাটুয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বরুয়াডি সংসদের অন্যতম একটি পাড়া হল দুলমী। মাহালী, সাঁওতাল ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরাই মূলত: এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। এই পাড়াতেই রয়েছে আদিবাসী অগ্রগামী মহিলা সমিতি, দুলমী আদিবাসী মহিলা সমিতি ও মা সন্তোষী মহিলা সমিতি নামে তিনটি স্বনির্ভর দল। এই পাড়ার প্রতিটি পরিবারই অত্যন্ত দরিদ্র। সংসারের অভাবের তাড়নায় বাঁশের কাজ, বিড়ি তৈরি প্রভৃতিতে বুধনি মাহালী, দুর্গা মাহালী, সঞ্জতি মাহালীর মতো অভাবী সংসারের মহিলাদের এতই ব্যস্ত থাকতে হয় যে, তারা সময়ই পান না তাদের ছোটো ছোটো বাচ্চারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে কি করে, অঙ্গনওয়াড়ির দিদিমনিরা কি লেখাপড়া শেখান, পুষ্টিকর খাবার তাদের বাচ্চারা পায় কিনা প্রভৃতি জানতে।

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান লোক কল্যাণ পরিষদের সমাজকর্মী গ্রামের মহিলাদের সচেতনতা বাড়াবার কাজে লেগে থাকার ফলে বুধনি, দুর্গা, সঞ্জতির মতো মেয়েরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে তৎপর হয়ে ওঠেন। তারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে দেখতে পান অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী পূর্নিমা মাহাত ও সাহায্যকারী চায়না প্রামাণিক দু'দিন আগের সিদ্ধ করা ডিম তাদের বাচ্চাদের দিচ্ছে। তারা ডিম পরীক্ষা করে দেখেন ডিম থেকে পঁচা গন্ধ উঠছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে স্থানীয় মহিলারা এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে শুরু করেন। স্থানীয় মহিলারা এ ব্যাপারে কড়া মনোভাব নিয়ে শিশু কল্যাণ প্রকল্প আধিকারিক এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে নালিশ জানাবার জন্য তৈরি হলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা এবারের মতো তাদেরকে ক্ষমা করার অনুরোধ করেন। গ্রামের মহিলারা কিছু শর্ত সাপেক্ষে তাদেরকে এবারের মতো ক্ষমা করে দেন। শর্তগুলি হল- • কর্মীদের প্রতিদিন কেন্দ্রে হাজির থাকতে হবে। • বাচ্চারা যাতে পুষ্টিযুক্ত টাটকা খাবার পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। • প্রতি মাসে একবার বাচ্চাদের ওজন নেওয়ার ব্যাপার সুনিশ্চিত করতে হবে। • খেলার ছলে বাচ্চাদের পড়াশোনা শেখাতে হবে। • সন্তান-সম্ভবা মায়েদের পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। এছাড়াও উপভোক্তাদের অন্যান্য পরিষেবাগুলি সুনিশ্চিত করতে হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা সমস্ত শর্ত মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেন। গ্রামের মানুষ সচেতন হওয়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উন্নতি ঘটতে শুরু করেছে।

তিনের পাতার পর...

গ্রাম সভা

রেজ্যুলিউশন লিখবেন না। **(ধারা ১৬খ)**

গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক বিবেচনা:

(ক) গ্রাম সংসদ এবং গ্রাম সভার সিদ্ধান্তগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিবেচনা করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত এই বিষয়ে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেইগুলি ১৮নং ধারায় যে রিপোর্ট তৈরি করা হবে তাতে উল্লেখ থাকতে হবে। গ্রাম সংসদের গৃহীত যে সব সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করা যায়নি তা পরবর্তী গ্রাম সংসদ সভায় কারণ সহ উল্লেখ করতে হবে।

(খ) গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার মিটিং-এ নির্দিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনা না হলে বা মিটিং এর সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত বিবেচনা না করলে, তাকে অডিট রিপোর্টে গুরুতর অনিয়ম বলে গণ্য করা হবে।

গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার সভা না করার ফলাফল:

গ্রাম পঞ্চায়েত যদি গ্রাম সংসদের ষাণ্মাসিক (নভেম্বর) এবং বাৎসরিক সভা (মে মাস) না করেন এবং তার জন্য যদি প্রধান ও উপ-প্রধান দায়ী হন, তাহলে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ২১৩ নং ধারা মতে প্রধান বা উপ-প্রধানকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন। যদি সভা না করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত দায়ী হয়, তাহলে রাজ্য সরকার ২১৪ ধারা মতে গ্রাম পঞ্চায়েতকে বাতিল করতে পারেন।

তথ্য সহায়তা: পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান, সঞ্চালক, সদস্য, কর্মচারী প্রমুখদের পাঠ্যোপকরণ।

১০০ দিনের কাজে পিছিয়ে রাজ্য

বার্তা প্রতিনিধি: একশ' দিনের কাজে আবার পিছিয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ। চলতি আর্থিক বছরের প্রথম সাড়ে চার মাস পরিবার পিছু মাত্র ১৫ দিন কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। গত আর্থিক বছরে এই সময়ে কর্মপ্রার্থী পরিবারগুলিকে গড়ে ৩৫ দিন কাজ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান আর্থিক বছরে একশ' দিনের কাজের ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর, বাঁকুড়া এবং দার্জিলিং-এর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। ■পুরুলিয়া জেলায় ২০১২-১৩ সালে যেখানে পরিবার পিছু ৩৯ দিন কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল সেখানে ২০১৩-১৪ সালে পরিবার পিছু গড়ে ১১ দিন কাজ দেওয়া হয়েছে। ■কোচবিহারে ২০১২-১৩ সালে পরিবার পিছু ১৭ দিন কাজ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান আর্থিক বছরের এপ্রিল থেকে আগষ্ট পর্যন্ত পরিবার পিছু গড়ে মাত্র ১২ দিন কাজ দেওয়া হয়েছে। ■২০১২-১৩ সালে মুর্শিদাবাদে গড়ে পরিবার পিছু ২৭ দিন কাজ দেওয়া হয়েছিল। ২০১৩-১৪ সালে মুর্শিদাবাদে গড়ে পরিবার পিছু কাজ দেওয়া হয়েছে ১৩ দিন। ■২০১২-১৩ আর্থিক বছরে উত্তর ২৪ পরগণায় গড়ে পরিবার পিছু ৪৫ দিন কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। বর্তমান আর্থিক বছরে তা এখনও পর্যন্ত ১৯ দিনে দাঁড়িয়ে আছে। ■পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় গত আর্থিক বছরে পরিবার পিছু গড়ে ৩৯ দিন কাজ দেওয়া হলেও বর্তমান বছরে পরিবার পিছু গড়ে ১৯ দিন কাজ দেওয়া হয়েছে। ■দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অবস্থা অন্যান্য জেলাগুলি থেকে সামান্য হলেও ভাল। এখানে ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে যেখানে পরিবার পিছু গড়ে ৪৩ দিন কাজ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ২০১৩-১৪ সালে পরিবার পিছু গড়ে ২১ দিন কাজ দেওয়া হয়েছে।

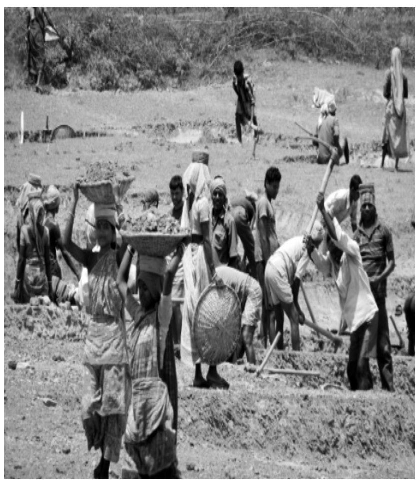

পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তার জেরে এবার ধাক্কা খেয়েছে অধিকাংশ গ্রাম উন্নয়নমূলক প্রকল্প। এর ফলে গ্রামের গরীব মানুষরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। একশ' দিনের কাজে গত আর্থিক বছরে রাজ্যে ২০ কোটি শ্রম দিবস তৈরি হয়েছিল। এবার সরকারিভাবে ২৩ কোটি শ্রম দিবস সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে যত বেশি শ্রম দিবস সৃষ্টি করা সম্ভব হবে ততই গরীব মানুষরা উপকৃত হবেন। তবে একশ' দিনের কাজে গতি আনতে হলে রাজ্য সরকারকে জেলা প্রশাসনকে সক্রিয় করার পাশাপাশি পঞ্চায়েতগুলিকেও উদ্যোগী করে তুলতে হবে। এবার অনেক নতুন সদস্য পঞ্চায়েতে এসেছেন। তারাই প্রধান, উপ-প্রধানের পদে বসছেন। বিভিন্ন গ্রামীণ প্রকল্প রূপায়ণে তাদের অভিজ্ঞতাও সীমিত। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সক্রিয় করে তুলে প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণ করা সরকারের কাছে এখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ

এ এম এস এডুকেশানেল ট্রাস্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত (মুসলিম, খ্রিষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ এবং পারসি) কর্মপ্রার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এব্যাপারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে রাজ্য সরকারের বিধিবদ্ধ একটি সংস্থা **ওয়েষ্ট বেঙ্গল মাইনরিটিজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড ফিনান্স কর্পোরেশন।** এই প্রশিক্ষণ খরচের ৯০ শতাংশ বহন করবে কর্পোরেশন। বাকী ১০ শতাংশ খরচ প্রশিক্ষণার্থীকেই বহন করতে হবে। এই কোর্সটি হল রেডি মিক্স কংক্রীট কোর্স। তাছাড়াও অন্যান্য তিনটি বিষয়েও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকছে।
আজকাল যে সমস্ত শিল্প গড়ে উঠছে যেমন, হোটেল, শপিং মল, নানা ধরনের ফ্ল্যাট প্রভৃতির ছাদ ঢালাই এখন আর আগের মত কায়িক শ্রমের মাধ্যমে হয় না। এটা এখন ফ্যাক্টরীতে তৈরি হয়ে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষিত হবার পর একেবারে মিক্সিং হয়ে কাজের জায়গায় পৌঁছে যায়।

- কোর্সে ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা - ৮ম শ্রেণী উত্তীর্ণ/দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ/দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ।
- বয়:সীমা- ১৮-৩৫ বছর।

কোর্সের বৈশিষ্ট্য:

- কোর্সটি হাতে কলমে শেখানো হয়।
- ফ্যাক্টরীতে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করার সুযোগ থাকে।
- প্রশিক্ষণ শেষে কাজের সুযোগ পাওয়া যায়।

ক্রমিক: সংখ্যা	কোর্সের নাম	কোথায় পড়ানো হবে	কত টাকা লাগবে
১	রেডি মিক্স কংক্রীট (গুণমান নিয়ন্ত্রক সুপারভাইজার)।	কোলকাতা, (মৌলালি) চন্দননগর, খড়দা (প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস)।	১৫০০ টাকা
২	রেডি মিক্স কংক্রীট (ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট)।	কোলকাতা, (মৌলালি) চন্দননগর, খড়দা (প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস)।	১২০০ টাকা
৩	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত	কোলকাতা (মৌলালি)।	১০০০ টাকা
৪	জিনিসপত্র তদারকি/ স্টোর কীপার।	খড়দা (বর্ধমান)।	১৫০০ টাকা
৫	শীততাপ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র সারাইয়ের মেকানিক এবং রেফ্রিজারেটার সারানোর মেকানিক।	জগদ্দল, তমলুক।	১০০০ টাকা
৬	কলের মিস্ত্রি (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা জানা চাই)।	ইটাহার, (উত্তর দিনাজপুর) আটলা, (বীরভূম)	১৫০০ টাকা

ভর্তির সময় কী কী লাগবে:

- বয়সের প্রমাণ পত্র (মাধ্যমিক এডমিট কার্ড বা অন্য কোনও প্রমাণ)।
- মার্কশীট (সর্বোচ্চ যে ক্লাস অবধি পড়াশোনা করা হয়েছে)।
- বাড়ীর ঠিকানার প্রমাণ পত্র।
- পারিবারিক বার্ষিক আয়ের প্রমাণ পত্র।
- ৩ কপি পাসপোর্ট মাপের ছবি।

যোগাযোগ: এ এম এস এডুকেশানেল ট্রাস্ট, ২৩/বি ক্রীক রো, মৌলালি, কোলকাতা - ৭০০০১৪
ফোন নং - রাহুল লাহিড়ী - ৯৮৩০০১৯৩৭৮/অনিব খান- ৯৮৩০০১৯৩৭৪
অফিস - (০৩৩) ২৭০২-২০৮৫

জমির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে তরল জৈব সারের গুরুত্ব বাড়ছে

বার্তা প্রতিনিধি: গ্রামাঞ্চলে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চাষবাসই মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কারণ গ্রামের শতকরা ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষ জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে চাষবাসের উপর নির্ভরশীল। তাই এক্ষেত্রে বেশি ফলন পেতে জমির উৎপাদনশীলতা রক্ষায় সঠিক সার ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে। মাটি ও ফসলের স্বাস্থ্য অনেকটাই নির্ভর করে সারের প্রয়োগ পদ্ধতি, সারের পরিমাণ ও উৎসের উপর। চাষাবাদের শুরুতে জৈব সার দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে পারলে ফসলের পরিমাণ যথেষ্ট ভাল হবে। আমাদের দেশে প্রাচীন চাষ ব্যবস্থায় জমিতে তরল জৈব সার হিসেবে গোমূত্র ব্যবহার করা হত। আগেকার এই তরল জৈব সার ছিল নোংরা এবং অপরিস্কার। বর্তমানে তরল জৈব সারে এই অসুবিধাগুলি নেই। তাই এর গ্রহণযোগ্যতাও বেশি। এই সার তৈরি করা সহজ, খরচ কম এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট কার্যকরী।

তরল সার উৎপাদন পদ্ধতি: দেড় কেজি কাঁচা গোবর এবং দেড় কেজি সুবাবুল বা বাবলার টাটকা পাতা একটি কাপড়ের ব্যাগে মুখবন্ধ করে রাখতে হবে। তারপর ৪০ লিটার জলের একটি ড্রামে এই কাপড়ের ব্যাগটি ডুবিয়ে রাখতে হবে। ড্রামের মুখটা পলিথিনের চাদর দিয়ে ২০ দিন ঢেকে খোলামেলা জায়গায় রাখতে হবে। প্রতিদিন সকালে ড্রামের ঢাকনা খুলে একটি লাঠি দিয়ে জল ভালোভাবে নাড়িয়ে দিতে হবে। ২০দিন পর ঐ গোলা তরল সারের সঙ্গে পাঁচ গুণ জল মিশিয়ে পাতলা করে জমিতে অথবা পাটায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। এই তরল সারে ১ শতাংশ নাইট্রোজেন, ২ শতাংশ ফসফরাস এবং ২ শতাংশ পটাসিয়াম থাকে।
মাটিতে সরাসরি প্রয়োগের পরিবর্তে পাতায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করলে কলাই ফসলে বেশি ফলন পাওয়া যায়। এতে জমিতে আগাছার উপদ্রবও কম হয়। বর্তমানে চাষের ক্ষেত্রে তরল জৈব সারের ব্যবহার দ্রুত হারে বাড়ছে।

প্রথম পাতার পর...

'জন ঔষধি' দোকান

- যারা এই দোকান খুলবেন তাদের দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাথমিক অনুদান দেওয়া হবে।
- তাছাড়া ইনসেনটিভ হিসাবে মাসিক বিক্রির ১০ শতাংশ মালিক পাবেন। তবে তা কখনও সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকার বেশি হবে না।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে এই ইনসেনটিভের পরিমাণ হবে ১৫ শতাংশ।
- নতুন নিয়মে হাসপাতালের বাইরেও এই সমস্ত দোকান খোলা যাবে।

গ্রামের সাধারণ মানুষরা 'জন ঔষধি' কর্মসূচি ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু তাদের প্রশ্ন হল, ওষুধের গুণগত মান যেন সঠিক থাকে। আর ডাক্তাররা যেন রোগীর প্রেসক্রিপশানে এই সমস্ত ওষুধ লেখেন। গরীব রোগীদের কাছে সস্তায় এই ওষুধ পৌঁছে দিতে গেলে এই দু'টি জিনিস বাধ্যতামূলক করতে হবে। কারণ রোগীরা ডাক্তার না দেখিয়ে এই ওষুধ কিনতে পারবেন না।
তাছাড়া বড় বড় মাল্টিন্যাশানাল ওষুধ কোম্পানির ব্যাপক প্রচার ব্যবস্থার কাছে 'জন ঔষধি' কর্মসূচি যাতে মার না খায় সে ব্যাপারেও সরকারকে দায়িত্বশীল হতে হবে। কারণ বাজারের সংখ্যাগরিষ্ঠ ওষুধের দোকানই বহুজাতিক কোম্পানির ওষুধ বিক্রেতা। কম টাকার ওষুধে গুণমান সঠিক নয় বলে তারা তখন এমন প্রচার শুরু করবে যাতে সাধারণ মানুষরা 'জন ঔষধি'র উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে।

শাকের সাতকাহন

পালং-নটে- কলমী-সরষের উপর ভরসা রাখুন

বার্তা প্রতিনিধি: দিন পাল্টেছে। এক সময় যা গরীবের খাদ্য বলে অবহেলা ও অনাদরে বেড়ে উঠত আজ তার চাহিদা বাড়ায় চাষবাসেও জায়গা করে নিয়েছে। শরীরের নানা ধরনের রোগ সারাতে ডাক্তাররাই এখন শাকের বিধান দিচ্ছেন। ডায়েটিসিয়ানরাও শাক খাওয়ার কথা বলছেন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা তো শাককে ওষধিগুণ সম্পন্ন বলেই মনে করেন। সাধারণ মানুষ যারা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন তারাও মনে করেন, প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় একটু শাক থাকলেই ভাল হয়। শারীরিক সুস্থতার কথা ভেবেই কয়েকটি শাকের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করা হল।

পালং শাক- টাটকা সবুজ পাতার কচি কচি পালং শাক আসলে শাকের রাজা। গরীব ও সাধারণ মানুষরা যেমন - আলু, বেগুণ, পালং, বড়ি সহ শাকের সুস্বাদু তরকারি বা চচ্চড়ি পছন্দ করেন, তেমনি আবার বড়লোকের বাড়ীর রান্নায় বা ভাল ভাল হোটেলে পালং শাকের নামেই রেসিপি তৈরি হয়। যেমন - পালং পনির, পালং পরোটা, ডাল পালং প্রভৃতি আরও কত কি। আসলে শরীরের নানা অসুখ-বিসুখে যথেষ্ট কার্যকরী বলেই পালং এর এত সমাদর। পালং শাক একদিকে যেমন উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে তেমনি পালং শাক আবার আয়রণ ও ফোলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ হওয়ায় রক্তাল্পতায় দারুন কার্যকরী হয়। এক্ষেত্রে পালং শাক সেদ্ধ জল বা পালং শাকের স্যুপ বিশেষ উপকারী। পালং শাকে যথেষ্ট পরিমাণে ফাইবার থাকায় তা কোষ্টবদ্ধতায়ও বিশেষ উপকার করে। পালং শাকের ফ্ল্যাভোনয়েড্স ও ক্যারোটিনয়েড্স গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টি-অক্সাইড্যান্ট রূপে বিভিন্ন অসুখ -বিসুখ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তাছাড়াও ক্লোরেস্টরাল কমানো, শ্লেষ্মা দূর করা, ক্লান্তিভাব কমানো, ব্রঙ্কাইটিসের প্রকোপ হ্রাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে পালং শাক সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

নটে শাক - সবুজ, লাল নটে শাক এবং কাঁট নটে শাক আমাদের অনেকেরই প্রিয়। ভিটামিন এ, বি, সি, ফোলেট, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, আয়রন সমৃদ্ধ নটে শাক স্বাস্থ্য রক্ষায় যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। নটে শাকের ভাজা বা তরকারি নিয়মিত খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে আসে, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। নটে শাকেও আঁশ জাতীয় পদার্থ বেশি থাকায় কোষ্টবদ্ধতায় দারুন উপকার দেয়। শ্লেষ্মা, কাশি ও বাত রোগে কবিরাজরা ৩/৪ চামচ সামান্য গরম করে দু'বেলা খাওয়ার পরামর্শ দেন।

কলমী শাক - কলমী শাক ভাজা একটি উপাদেয় খাদ্য। সব গৃহস্থ বাড়ীতেই কলমী শাক খাওয়ার রেওয়াজ আছে। সপ্তাহে ৩/৪ দিন কলমী শাক খেলে ডায়াবেটিস, জন্ডিস, হার্টের অসুখ, নার্ভের অসুখ, কৃমিজনিত রোগ, প্রস্রাব কম হওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভাল উপকার পাওয়া যায়।

সরষে শাক - ভিটামিন এ, ই, বি ৬ , ফোলিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে এবং বিটা ক্যারোটিনে সমৃদ্ধ সরষে শাক বাঙালী তো বটেই, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অনেক মানুষের কাছে সমান জনপ্রিয়। দেহের দূষিত পদার্থকে নিষ্ক্রান্ত করে দেহকে রোগমুক্ত রাখতে সাহায্য করে সরষে শাক। সরষে শাকে পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম থাকায় হাড়ের অবস্থা ভাল রাখে এবং অস্টিওপোরেসিস (হাড়ের ক্ষয়) প্রতিরোধে সাহায্য করে। পেটে গ্যাস কমাতে এবং ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সরষে শাক দারুণ উপকারী। তবে যারা কিডনি ও গলব্লাডারে স্টোনের সমস্যায় ভুগছেন তারা পালং ও সরষে শাক কম খাবেন।

একটি গাছ অনেক ফল অর্থ লাভে বাড়ে বল

বার্তা প্রতিনিধি: অনেকেই পানসে বলে খেতে চাননা। কাঁচা অবস্থায় তরকারিতে খাওয়া যায়। এমন কি একে বাদ দিয়ে সুক্তোর কথা ভাবাই যায় না। পাকলে সুমিষ্ট স্বাদ। স্বাদ যাই হোক, শরীরের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী বলে বাদ দেওয়ার উপায় নেই। এমন কি,এই ফল গাছ থেকে ভেঙে নেওয়ার পর যে কষ বের হয় তা দিয়ে হোমিওপ্যাথিক ওষুধও তৈরি হয়েছে। লিভারের গন্ডগোল ও পেটের রোগে ডাক্তার থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই খাওয়ার পরামর্শ দেন। কোষ্টবদ্ধেও যথেষ্ট উপকারী। কয়েক বছর আগে দাম কম থাকলেও কাঁচা অবস্থায় বর্তমানে কেজি ২০-২৫ টাকা। আর পাকলে ছোটো বড় ভেদে ৪০-৬০ টাকা প্রতিটি। সময় বিশেষে আরও বেশি হতে পারে। বাজারে কাঁচা পাকা দু'টোরই সমান চাহিদা রয়েছে। হয়ত ভাবছেন, কি এমন ফল, যার এত উপকার। এটাই হল সকলের পরিচিত পেঁপে।

পেঁপে চাষ যথেষ্ট লাভজনক। এটি উষ্ণ এবং আদ্র জলবায়ুতে ভালো হয়। জল জমতে পারে না এমন ধরনের উঁচু জমি এবং উর্বর দোঁয়াশ বা বেলে-দোঁয়াশ মাটি পেঁপে চাষের পক্ষে উপযুক্ত। বিভিন্ন ভালো জাতের মধ্যে ওয়াশিংটন,কুর্গহানিডিউ, রাঁচিই প্রধান। গুপি জাতের মধ্যে সিলেকসন ১, দুধসার জনপ্রিয়। রাঁচি জাত রাজ্যে বহুল প্রচলিত। ফল দেখতে ডিম্বাকার ও মাঝারি ধরনের হয়। এক বিঘা জমিতে পেঁপে চাষের জন্য ৬০-৭০ গ্রাম বীজ লাগে। প্রতি কেজি বীজ শোধনের জন্য ২ গ্রাম ক্যাপটান বা ম্যানকোজেব মিশিয়ে মুখ বন্ধ বোতলে ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। ১৫ সেন্টিমিটার উঁচু × ৩ফুট চওড়া এবং প্রয়োজনমত লম্বা বীজতলা সারিতে বীজ বুনতে হবে। বর্ষার জল যাতে বীজতলা নষ্ট করতে না পারে তার জন্য স্বচ্ছ পলিথিন ঢাকা দিতে হবে। বীজ থেকে চারা বের হতে দু' তিন সপ্তাহ সময় লেগে যাবে। মূল জমিতে ৩/৪ বার আড়াআড়ি চাষ দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হবে। জমিতে জল নিকাশি ব্যবস্থা রাখতে হবে। পেঁপের চারা লাগাবার জন্য এক হাত গভীর গর্ত করতে হবে। প্রতিটি গর্তের দূরত্ব হবে ৭-৮ ফুট। গোবর সার,কেঁচোসার,নিমখোল প্রভৃতি গর্তে ঢেলে তবেই চারা বসাতে হবে। সাধারণত চারা লাগাবার ৫/৬ মাস পর থেকেই ফল ধরলে কিছু ফল তুলে হাল্কা করে দিতে হবে। ফল ধরার ৩/৪ মাস পর কাঁচা পেঁপে সবজি হিসেবে বাজারে বিক্রি করা যাবে। পাকা ফল পেতে হলে আরও ৪/৫ মাস অপেক্ষা করতে হবে।

৬ মাস থেকে ১বছর পর্যন্ত প্রতিটি গাছে গড়ে ৫০কেজি ফলন পাওয়া যায়। কাঁচা এবং পাকা উভয় ধরনের পেঁপের বাজার দর যথেষ্ট ভালো। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাঁচা বা পাকা, যাই হোক না কেন, পেঁপের জুড়ি মেলা ভার। খাওয়ার সবজি হিসেবে, স্বাস্থ্য সুরক্ষাকারী ফল হিসেবে, আর্থিক লাভের ভান্ডারকে পরিপূর্ণ করে তুলতে তিনগুণের আধার পেঁপেকে বেছে নিলে চাষীদের কোনোভাবেই লোকসান হওয়ার কথা নয়।

লীজ্ চাষে লাভবান হতে পারেন স্বনির্ভর মহিলারা

পুতুলা মাহাতো: পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-২ ব্লকের মাঝিডি গ্রাম পঞ্চায়েতের বরুয়াডি সংসদের চারটি পাড়াতে বেশীর ভাগ পরিবারের নিজস্ব বাড়িটুকু ছাড়া বলতে গেলে আর কিছুই নেই। জীবনধারণের জন্য তারা জঙ্গল থেকে কাঠ এনে বিক্রি করেন, অন্যের বাড়িতে দিন মজুরের কাজ করেন। তারা দল তৈরি করার পর বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণ করে বুঝতে পারছেন, এইভাবে জঙ্গল থেকে কাঠ এনে বিক্রি করলে একদিন জঙ্গল শেষ হয়ে যাবে। কাঠ বিক্রি বন্ধ না হলেও বরুয়াডি শিবশক্তি স্বনির্ভর দলের সদস্যা বিজলা সহিস লিজ নিয়ে দেড় বিঘা জমিতে চাষবাস শুরু করেন। ২০১২ সালের আগষ্ট মাসে ১ বিঘা জমিতে বেগুন লাগিয়ে ছ'হাজার টাকা লাভ হয়েছে। সেই গাছে এখনও ফলন হচ্ছে। বাজারে বিক্রি হওয়ার পর যা থাকছে তা আবার বাড়িতেও খাওয়া হচ্ছে। আবার এই মরশুমেও বিজলা সহিস দেড় বিঘা জমিতে লঙ্কা ও ভুট্টা চাষ করে ভাল লাভের আশায় রয়েছেন। ডুমুরডি পাড়ার হরিজন মহিলা স্বনির্ভর দলের সদস্যা সবিতা মাঝি নিজের বাড়ির ৪ কাঠা জমিতে করলা লাগিয়েছেন। খরচ হয়েছে, বীজ ও সার বাবদ ৯০০ টাকা(বীজ-৫০০ টাকা,সার-৪০০ টাকা)। ৯০০ টাকা খরচ করে লাভ হয়েছে ৫০০০ টাকা। তারা বলেন, অন্যান্য সদস্যারাও যদি তাদের অল্প জমিতে এভাবে চাষবাস করেন, আর যাদের জমি নেই তারা সরকারি জমি লীজ নিয়ে যদি চাষবাস করেন তাহলে পরিবারগুলো দু'বেলা, দু' মুঠো খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারবে।

কম জলে ভুট্টা চাষ

আব্দুল জালাল: কয়েক বছর ধরে আমাদের রাজ্যে আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঠিক সময়ে বৃষ্টি হচ্ছে না। এর ফলে চাষবাসের ক্ষতি হচ্ছে এবং কৃষি পরিবারগুলি নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, বিশেষত: চাষবাসের ক্ষেত্রে পুরুলিয়া জেলার মত বৃষ্টি নির্ভর জেলার মানুষ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

গত বছরের মত এবারেও পুরুলিয়াতে সেভাবে বৃষ্টি হয়নি। জৈষ্ঠ্যের মাঝামাঝি যে বৃষ্টি হয় তার উপর নির্ভর করে কৃষকরা আশায় বুক বেঁধে মাঠে ধান ফেলে। বীজ তৈরি হওয়ার পর বৃষ্টি হারিয়ে যায়। ফলে কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে থাকে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ধানের বিকল্প হিসাবে ভুট্টা চাষ অনেকটা ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারে। কারণ ভুট্টা সারা বছর চাষ করা যায় এবং কম জলে ভুট্টা চাষ সম্ভব। ঝালদা ২নং ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস থেকে কৃষকদের সমস্যা দূর করার জন্য নোওয়াহাতু, চিতমু, টাটুয়ারা, মাঝিডি প্রভৃতি পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর দলের সদস্যাদের ভুট্টার বীজ দেওয়া হয়েছে। ভুট্টা চাষের জন্য কৃষকদের কিছুটা ক্ষতি পুষিয়ে যাবে এবং খাদ্যের সংকটও কমবে বলে আশা করা যায়।

লংকা গাছের গোড়ায় বর্ষার জল জমা ক্ষতিকর

বার্তা প্রতিনিধি: লংকা চাষ এই মুহূর্তে যথেষ্ট লাভজনক। লংকার গুন ঝাঁঝালো হলেও আর্থিক দিক থেকে চাষীদের পকেট ভারী করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেখাতে পারে। তাই চাষীরা এখন সারা বছর ধরে লংকা চাষের কথা ভাবতে পারেন।

তবে এই বর্ষার মরশুমে লংকা চাষের ক্ষেত্রে চাষীদের সতর্ক থাকতে হবে। জল যাতে গাছের গোড়ায় না জমে সে ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। বর্ষার সময় জমিতে লাগানো লংকার সারির পাশ দিয়ে নালার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে বৃষ্টিতে লংকা চাষে কোন সমস্যা থাকবে না এবং নানা ধরনের রোগ থেকেও গাছকে রক্ষা করা সহজ হবে। লংকা চাষের জন্য উঁচু জমিই উপযুক্ত। কারণ এখানে বর্ষার জল দাঁড়াবার সম্ভাবনা থাকে না। সব ধরনের মাটিতেই লংকার চাষ হয়।

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত